

## ভারতে আহমদী মুসলমানদের উপর আক্রমণে দশজন আহত

- সাম্প্রদায়িক আক্রমণের সময় পদক্ষেপ গ্রহণে পুলিশের ব্যর্থতা
- আহতরা কয়েক ঘণ্টা চিকিৎসার সুযোগ পায় নি

৭ অগাস্ট ২০১৫, পশ্চিম বঙ্গ আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মীয় সহিংসতার শিকার হয়। ছুরি, ইট, রড হাতে স্থানীয় চরমপন্থী মুসলমানদের একটি দল এক স্থানীয় আহমদী গৃহে আক্রমণ করলে ১০ জন গুরুতর আহত হন।

পুলিশ কেবল অস্বাভাবিক বিলম্বের পরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করে। আহতদের জরুরী চিকিৎসা সেবার অনুমতিও দেয়া হয় নি।

### ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

- আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে ৭ অগাস্ট ২০১৫, পশ্চিম বঙ্গ, ভারতে।
- অ-আহমদী মুসলমানদের এক উগ্র জনতা ছুরি, ইট ও রড নিয়ে এক আহমদী মুসলমানের বাড়িতে আক্রমণ করে।
- মহিলাসহ ১০ জন গুরুতর আহত হয়।
- আক্রমণকারীরা সারা রাত বাড়িটি ঘিরে রাখে যেন অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বা আহমদী মুসলমান তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে না পারে।
- পুলিশ এ জনতাকে সরিয়েও দেয় নি বা আক্রান্তদের কোনরূপ সহযোগিতাও প্রদান করে নি।
- বেশ কিছু বিলম্বের পর এক আহমদী মহিলা তার আহত সন্তান রমিজ রাজাকে, যার আঘাত থেকে গুরুতর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, নিয়ে ঘেরাওকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।
- আক্রমণকারী সম্পূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর পরদিন সকালে আহমদী মুসলমানদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু, যেহেতু পুলিশ

কোন সহায়তা প্রদান করে নি বা কোন পত্রও দেয় নি, স্থানীয় ডাক্তাররা আহতদের চিকিৎসা করতে অস্বীকার করে। আহতদের পরে অন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

- ঐ ৭ই অগাস্ট রাতেই এলাকার আরেকজন আহমদী মুসলমানের বাড়িতেও আক্রমণ করা হয়।
- পশ্চিম বঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রতিক কালে বিরোধিতার যে ধারা প্রবহমান এ আক্রমণগুলো তারই অংশ।
- অনুরূপ আরেকটি আক্রমণ হয় ১৪ই জুলাই, কিন্তু সেবার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
- একটি সুপরিচিত ধর্মীয় সংগঠন সাম্প্রতিককালে ‘বন্যা ত্রাণ কর্মসূচী’-র বাহনায় পশ্চিম বঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে, আর ত্রাণের বদলে উপর্যুপরি আহমদীয়া বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ৭ই অগাস্টের আক্রমণের ঘটনার সাথে তাদের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে।

এটি প্রত্যাশিত যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আহমদী মুসলমানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও নির্ভয়ে নিজ ধর্মবিশ্বাস ধারণ ও অনুশীলন করতে পারা প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। @AhmadiyyatIslam